গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র (ইওসি)
www.ddm.gov.bd
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২২০

তারিখ: ১৮ শ্রাবণ ১৪২৭
০২ আগস্ট ২০২০

বিষয়: **দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।**

সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ সমুদ্রবন্দরের জন্য কোন সতর্ক সংকেত নেই।

আজ ০২ আগস্ট ২০২০ খ্রিঃ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর সমূহের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চল সমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘন্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ১ নম্বর (পুনঃ) ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

আজ সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

সিনপটিক অবস্থাঃ মৌসুমী বায়ুর অক্ষ পাঞ্জাব, হরিয়্যানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে উত্তরপূর্ব দিকে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর কম সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে দূর্বল থেকে মাঝারী অবস্থায় বিরাজ করছে।

পূর্বাভাসঃ সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিনের এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

পরবর্তী ৭২ ঘন্টার আবহাওয়ার অবস্থা (৩ দিন): বৃষ্টিপাতের প্রবনতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

গতকালের সর্বোচ্চ ও আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস):

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্টগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩৫.৪	৩৩.১	৩৫.৬	৩৫.৪	৩৬.৪	৩৪.০	৩৭.০	৩৫.২
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৬.৪	২৮.১	২৬.০	২৭.৫	২৬.০	২৫.০	২৭.২	২৮.০

গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল যশোর ৩৭.০° এবং আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সৈয়দপুর ২৫.০° সেঃ।

(সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ঢাকা)

বন্যা সংক্রান্ত তথ্যঃ

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় গত কয়েকদিন যাবৎ অতিবৃষ্টিজনিত উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলের কারণে সৃষ্ট বন্যা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এতে দেশের শাখা-প্রশাখাসহ ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৮০০ নদ-নদী বিপুল জলরাশি নিয়ে ২৪,১৪০ বর্গ কিলোমিটার জায়গা দখল করে দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। প্রতি বছরই বর্ষা মৌসুমে প্রবল বৃষ্টিপাত এবং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ হতে প্রবাহিত পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিভিন্ন নদ-নদী পানিতে ভরপুর হয়ে নদীর তীর, বাঁধসমূহে ভাঙ্গন দেখা দেয় এবং মানুষ, ঘরবাড়ী, গবাদি পশুসহ আরো অনেক ক্ষতি সাধিত হয়।

গত ২৭/০৬/২০২০খ্রিঃ তারিখ হতে অতিবৃষ্টি ও নদ-নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে দেশের কয়েকটি জেলায় বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, রংপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জামালপুর, টাংগাইল, রাজবাড়ী, মানিকগঞ্জ, মাদারীপুর ও ফরিদপুর জেলায় নদ-নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। আজ (০২/০৮/২০২০খ্রিঃ তারিখ) কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নাটোর, জামালপুর, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, টাংগাইল, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, রাজবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, চাঁদপুর ১৭ টি জেলার ২৭ টি পয়েন্টে নদ-নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

২৬/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখ হতে আগামী ২ সপ্তাহের বন্যা পরিস্থিতির পুর্বাভাসঃ

- চলতি সপ্তাহে উজানের অববাহিকাসমূহের অনেক স্থানে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে।
- চলতি সপ্তাহে চান্দ্রপঞ্জিকানির্ভর জোয়ার-ভাটাজনিত কারণে নদ-নদীর পানি সাগরে নিষ্কাষিত হয়ে হ্রাস পাওয়ার প্রবণতা কিছুটা ধীর হয়ে আসতে পারে। এর ফলে দেশের প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল সামগ্রীকভাবে স্থিতিশীল থাকতে পারে।
- আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পেতে শুরু করতে পারে।
- আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দেশের বন্যাকবলিত অঞ্চলগুলোর বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসার সম্ভবনা রয়েছে।
- ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার বন্যা পরিস্থিতি আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে স্বাভাবিক হয়ে আসতে পারে।
- আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে গঙ্গা-পদ্মা নদীর পানি সমতল হ্রাস পেতে শুরু করতে পারে এবং মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে অববাহিকার বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসতে পারে।
- আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ হতে মেঘনা অববাহিকার পানি সমতল অব্যাহতভাবে হ্রাস পেতে পারে।
- মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে আগামী ২ সপ্তাহে দক্ষিণ-পূর্ব পার্বত্য অববাহিকা অঞ্চলে হালকা থেকে মাঝারী বৃষ্টিপাত পরিলক্ষিত হতে পারে, তবে এই সময়ে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
- মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে আগামী ২ সপ্তাহে উপকূলীয় অঞ্চলে হালকা থেকে মাঝারী বৃষ্টিপাত পরিলক্ষিত হতে পারে, তবে এই সময়ে কোন ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস পরিস্থিতি সৃষ্টির সম্ভবনা নেই।

(সূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র)_

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতিঃ

- ব্রহ্মপুত্র নদের পানি সমতল স্থিতিশীল আছে অপরদিকে যমুনা নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় উভয় নদীর পানি সমতল হ্রাস পেতে পারে।
- গঙ্গা-পদ্মা নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে, যা আগামী ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।
- উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আপার মেঘনা অববাহিকার প্রধান নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে, যা আগামী ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত

থাকতে পারে।

- রাজধানী ঢাকার আশেপাশের নদীসমূহের পানি সমতল স্থিতিশীল আছে, যা আগামী ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।
- আগামী ২৪ ঘণ্টায় মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, চাঁদপুর, রাজবাড়ি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, শরীয়তপুর এবং ঢাকা জেলার বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে।
- আগামী ২৪ ঘণ্টায় কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, জামালপুর, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে।
- আগামী ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা সিটি কর্পোরেশন সংলগ্ন নিম্নাঞ্চল সমূহের বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে।

(সূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র)_

নদ-নদীর অবস্থা (আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত)

পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন	১০১	গেজ পাঠ পাওয়া যায়নি	০০
বৃদ্ধি	৩৪	বন্যা আক্রান্ত জেলার সংখ্যা	১৭
হ্রাস	৬৬	**বিপদসীমার উপরে নদীর সংখ্যা**	১৯
অপরিবর্তিত	০১	**বিপদসীমার উপরে স্টেশনের সংখ্যা**	২৭

(সূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র)

বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত স্টেশন ১৮ শ্রাবণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০২ আগস্ট ২০২০ খ্রিঃ সকাল ৯.০০ টার তথ্য অনুযায়ী):

ক্রঃ নং	জেলার নাম	পানি সমতল স্টেশন	নদীর নাম	আজকের পানি সমতল (মিটার)	বিগত ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধি(+)/হ্রাস(-) (সে.মি.)	বিপদসীমা (মিটার)	বিপদসীমার উপরে (সে.মি.)
১	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম	ধরলা	২৬.৯৪	-০১	২৬.৫০	+৪৪
২	কুড়িগ্রাম	চিলমারী	ব্রহ্মপুত্র	২৩.৯৮	+০২	২৩.৭০	+২৮
৩	কুড়িগ্রাম	নুনখাওয়া	ব্রহ্মপুত্র	২৬.৫৩	+০১	২৬.৫০	+০৩
৪	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা	ঘাঘট	২১.৯৯	+০২	২১.৭০	+২৯
৫	গাইবান্ধা	ফুলছড়ি	যমুনা	২০.৩০	+১০	১৯.৮২	+৪৮
৬	নাটোর	সিংড়া	গুড়	১৩.৪১	+০১	১২.৬৫	+৭৬
৭	বগুড়া	সারিয়াকান্দি	যমুনা	১৭.৩১	+০৮	১৬.৭০	+৬১
৮	সিরাজগঞ্জ	কাজিপুর	যমুনা	১৫.৫৭	+০৫	১৫.২৫	+৩২
৯	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ	যমুনা	১৩.৭৩	+০৪	১৩.৩৫	+৩৮
১০	সিরাজগঞ্জ	বাঘাবাড়ি	আত্রাই	১১.২১	-০৪	১০.৪০	+৮১
১১	জামালপুর	বাহাদুরাবাদ	যমুনা	২০.০৬	+০৩	১৯.৫০	+৫৬
১২	টাংগাইল	এলাসিন	ধলেশ্বরী	১২.২৭	-০২	১১.৪০	+৮৭
১৩	মানিকগঞ্জ	আরিচা	যমুনা	৯.৭৫	-০৬	৯.৪০	+৩৫
১৪	মানিকগঞ্জ	তারাঘাট	কালিগঙ্গা	৯.২৪	-১৩	৮.৪০	+৮৪
১৫	মানিকগঞ্জ	জাগির	ধলেশ্বরী	৯.০৪	-০৮	৮.২৫	+৭৯
১৬	মানিকগঞ্জ	নায়েরহাট	বংশী	৭.৫৭	+০৫	৭.৩০	+২৭
১৭	রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ	পদ্মা	৯.৪৫	-০৩	৮.৬৫	+৮০
১৮	শরীয়তপুর	সুরেশ্বর	পদ্মা	৪.৬৩	+০৫	৪.৪৫	+১৮
১৯	মাদারীপুর	মাদারীপুর	আড়িয়াল খাঁ	৪.২৩	-০৪	৪.২০	+০৩
২০	ঢাকা	ডেমরা	বালু	৫.৮৮	+০১	৫.৭৫	+১৩
২১	ঢাকা	মিরপুর	তুরাগ	৬.৩৩	-০৪	৫.৯৫	+৩৮
২২	নারায়নগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ	লাক্ষ্যা	৫.৬৫	+১৭	৫.৫০	+১৫

২৩	গাজীপুর	টংগী	টংগী খাল	৬.৪০	+০১	৬.১০	+৩০
২৪	মুন্সিগঞ্জ	ভাগ্যকুল	পদ্মা	৬.৮০	-০৪	৬.৩০	+৫০
২৫	মুন্সিগঞ্জ	মাওয়া	পদ্মা	৬.৫৫	-০২	৬.১০	+৪৫
২৬	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	তিতাস	৫.২১	-০২	৫.০৫	+১৬
২৭	চাঁদপুর	চাঁদপুর	মেঘনা	৩.৮৮	+১৬	৩.৫৫	+৩৩

(সূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র)

বৃষ্টিপাতের তথ্য

গত ২৪ ঘন্টায় বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত (গত কাল সকাল ০৯:০০ টা থেকে আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত) :

স্টেশন	বৃষ্টিপাত (মি.মি.)
-	-

(সূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র)

গত ২৪ ঘন্টায় ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সিকিম, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (বৃষ্টিপাত: মি.মি.):

স্টেশন	বৃষ্টিপাত (মি.মি.)
শিলং	৩১.২

(সূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র)

০২ আগস্ট ২০২০ খ্রিঃ বন্যা উপদ্রুত জেলাসমূহের জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	বিষয়	বিবরণ
১	উপদ্রুত জেলার সংখ্যা	৩৩ টি।
২	উপদ্রুত জেলার নাম	লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, রংপুর, সুনামগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জামালপুর, সিলেট, টাংগাইল, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, নেত্রকোনা, নওগাঁ, শরীয়তপুর, ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, নাটোর, হবিগঞ্জ, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, মৌলভীবাজার, গাজীপুর, গোপালগঞ্জ ও পাবনা।
৩	উপদ্রুত উপজেলার সংখ্যা	১৫৮ টি
৪	উপদ্রুত ইউনিয়নের সংখ্যা	১০২২ টি
৫	পানিবন্দি পরিবারের সংখ্যা	১০,৫৯,২৯৫ টি

৬	ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা	৫৪,৪৮,২৭১ জন		
৭	**বন্যায় এ পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা-**	**৪১ জন**		
	ত্রাণ সামগ্রীর নাম	**মোট বরাদ্দ**	**বিতরণ**	**মজুদ**
৮	জি, আর (চাল) (মেঃটন)	১৪,৪১০	৯,৪২০.৯৬৫	৪,৯৮৯.০৩৫
৯	নগদ ক্যাশ (টাকা)	৩,৪৪,৫০,০০০/-	২,৩২,৬৮,৭০০/-	১,১১,৮১,৩০০/-
১০	শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ নগদ অর্থ (টাকা)	১১,০০০০০০/-	৬৪,৫৪,০০০/-	৪৫,৪৬,০০০/-
১১	গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ নগদ অর্থ (টাকা)	২,৭৮,০০,০০০/-	১,২৭,৫৬,০০০/-	১,৫০,৪৪,০০০/-
১২	শুকনা খাবার (প্যাকেট)	১,৫২,০০০	১,১৩,৯২২	৩৮,০৭৮
১৩	ঢেউটিন (বান্ডিল)	৩০০	১০০	২০০
১৪	গৃহনির্মাণ মঞ্জুরী (টাকা)	৯০০০০০/-	৩,০০,০০০/-	৬০০০০০/-

০২ আগস্ট ২০২০ খ্রিঃ বন্যা উপদ্রুত জেলাসমূহের জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্যের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	বিবরণ	সংখ্যা
১।	বন্যা কবলিত ৩৩টি জেলায় মোট বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে	১৫২৫ টি
২।	আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে আশ্রিত লোকসংখ্যাঃ	**৫৬,৩৯৭ জন**
	পুরুষ	২২,০৫৬ জন
	মহিলা	১৯,৮৯৩ জন
	শিশু	৯,৯৩০ জন
	প্রতিবন্ধী	১৭৪ জন
৩।	আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে আনা গবাদি পশুর সংখ্যাঃ	**৬৬,৪০৯, টি**
	গরু/মহিষ	৪১,৭৩৬ টি
	ছাগল/ভেড়া	২৪,৬৭৩ টি
	অন্যান্য গৃহপালিত পশু	১১,৪১৬ টি
৪।	বন্যা কবলিত জেলায়মেডিকেল টিম সম্পর্কিত তথ্যঃ	
	মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে	৯৬৭ টি
	বর্তমানে মেডিকেল টিম চালু রয়েছে	৩৯৯ টি

বন্যায় মানবিক সহায়তার বিবরণঃ

(ক) সাম্প্রতিক অতিবর্ষণজনিত কারণে সৃষ্ট বন্যায় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মানবিক সহায়তা হিসেবে বিতরণের নিমিত্ত নিম্ন বর্ণিত জেলাসমূহের নামের পাশে উল্লিখিত ত্রাণ কার্য টাকা, ত্রাণ কার্য চাল, শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ টাকা, গো খাদ্য ক্রয় বাবদ টাকা এবং শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে **(২৮/০৬/২০২০ খ্রিঃ তারিখ থেকে ৩০/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত):**

ক্র.নং	জেলার নাম	ত্রাণ কার্য (চাল) বরাদ্দের পরিমাণ (মেঃটন)	ত্রাণ কার্য (নগদ) বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	গৃহমঞ্জুরী বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	মোট বরাদ্দ টাকা (৪+৫+৬+৭)	শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দের পরিমান (প্যাকেট)	ঢেউটিন বরাদ্দের পরিমান (বান্ডিল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	ঢাকা	২০০	৭০০০০০	২০০০০০	৮০০০০০	০	১৭০০০০০	২০০০	০
২	গাজীপুর	১০০	০	১০০০০০	২০০০০০	০	৩০০০০০	১০০০	-
৩	টাংগাইল	১১০০	১৫০০০০০	৬০০০০০	১৬০০০০০	০	৩৭০০০০০	৪০০০	০
৪	মানিকগঞ্জ	২০০	২০০০০০	৪০০০০০	১২০০০০০	০	১৮০০০০০	৪০০০	০
৫	ফরিদপুর	৪৫০	৪০০০০০	৫০০০০০	১০০০০০০	০	১৯০০০০০	৯০০০	০
৬	মুন্সিগঞ্জ	৪০০	২০০০০০	৪০০০০০	১১০০০০০	০	১৭০০০০০	৬০০০	০
৭	রাজবাড়ী	৩০০	২০০০০০	২০০০০০	১১০০০০০	০	১৫০০০০০	৪০০০	০
৮	মাদারীপুর	৫০০	১২০০০০০	৬০০০০০	১২০০০০০	০	৩০০০০০০	৮০০০	০
৯	শরীয়তপুর	৭৫০	১২৫০০০০	৪০০০০০	১১০০০০০	৩০০০০০	৩০৫০০০০	৪০০০	১০০
১০	গোপালগঞ্জ	১৫০	৪০০০০০	২০০০০০	২০০০০০		৮০০০০০	২০০০	
১১	কিশোরগঞ্জ	১৫০	৩০০০০০	২০০০০০	৭০০০০০	০	১২০০০০০	২০০০	০
১২	ময়মনসিংহ	০	০	০	৪০০০০০	০	৪০০০০০	২০০০	০
১৩	নেত্রকোনা	৫৫০	১০০০০০০	৪০০০০০	১০০০০০০	০	২৪০০০০০	৫০০০	০
১৪	জামালপুর	১১১০	৩১৫০০০০	৬০০০০০	১৭০০০০০	০	৫৪৫০০০০	১৩০০০	০
১৫	চাঁদপুর	৫০০	৮০০০০০	৪০০০০০	১২০০০০০	০	২৪০০০০০	৬০০০	০
১৬	নোয়াখালী	৪০০	৮০০০০০	২০০০০০	৬০০০০০	০	১৬০০০০০	২০০০	০
১৭	লক্ষ্মীপুর	৩৫০	৭৫০০০০	২০০০০০	৬০০০০০	০	১৫৫০০০০	২০০০	০
১৮	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	০	০	০	২০০০০০	০	২০০০০০	০	০
১৯	রাজশাহী	৪০০	৮০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	০	১২০০০০০	২০০০	০
২০	নওগাঁ	১৫০	২০০০০০	৪০০০০০	৭০০০০০	০	১৩০০০০০	২০০০	০
২১	নাটোর	৩৫০	৪০০০০০	৬০০০০০	৮০০০০০	০	১৮০০০০০	২০০০	০
২২	সিরাজগঞ্জ	৬৫০	১৩০০০০০	৬০০০০০	১১০০০০০	০	৩০০০০০০	৮০০০	০
২৩	বগুড়া	৬৬০	১৮০০০০০	৪০০০০০	৯০০০০০	০	৩১০০০০০	৬০০০	০
২৪	পাবনা	১০০	০	০	৩০০০০০		৩০০০০০	১০০০	
২৫	রংপুর	৪৬০	১৫০০০০০	২০০০০০	৯০০০০০	০	২৬০০০০০	৪০০০	০
২৬	কুড়িগ্রাম	৫৬০	২৬০০০০০	৮০০০০০	১৪০০০০০	০	৪৮০০০০০	৮০০০	০
২৭	নীলফামারী	৪১০	২২৫০০০০	২০০০০০	৮০০০০০	০	৩২৫০০০০	৪০০০	০
২৮	গাইবান্ধা	৭১০	১৯৫০০০০	৪০০০০০	১২০০০০০	০	৩৫৫০০০০	৭০০০	০

২৯	লালমনিরহাট	৬০০	২৪৫০০০০	৪০০০০০	১২০০০০০	৬০০০০০	৪৬৫০০০০	৪০০০	২০০
৩০	সিলেট	৬০০	২৩০০০০০	২০০০০০	৮০০০০০	০	৩৩০০০০০	৫০০০	০
৩১	মৌলভীবাজার	৩৫০	৭৫০০০০	২০০০০০	২০০০০০	০	১১৫০০০০	৪০০০	০
৩২	হবিগঞ্জ	৫০০	৮০০০০০	২০০০০০	৬০০০০০	০	১৬০০০০০	২০০০	০
৩৩	সুনামগঞ্জ	৭০০	২৫০০০০০	৬০০০০০	৮০০০০০	০	৩৯০০০০০	৬০০০	০
		১৪৪১০	**৩৪৪৫০০০০**	**১১০০০০০০**	**২৭৮০০০০০**	**৯০০০০০**	**৭৪১৫০০০০**	**১৪১০০০**	**৩০০**

অগ্নিকান্ডঃ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তথ্য (মোবাইল এসএমএস) থেকে জানা যায় ৩১/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা থেকে ০১/০৮/২০২০খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা পর্যন্ত সারাদেশে মোট ১৩টি অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। বিভাগভিত্তিক অগ্নিকান্ডে নিহত ও আহতের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলঃ

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	অগ্নিকান্ডের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা	নিহতের সংখ্যা
১।	ঢাকা	৩	0	০
২।	ময়মনসিংহ	২	০	০
৩।	বরিশাল	১	০	০
৪।	সিলেট	০	০	০
৫।	রাজশাহী	০	০	০
৬।	রংপুর	১	০	০
৭।	চট্টগ্রাম	৩	০	০
৮।	খুলনা	৩	০	০
	মোট	**১৩**	**০**	**০**

নৌকা ডুবিঃ

টাঙ্গাইলঃ জেলা প্রশাসন, টাঙ্গাইল এর পত্র **নং ৫১.০১.৯৩০০.০০০.৪২.০০৬.২০-৬৫২, তারিখ: ০২/০৮/২০২০ খ্রিঃ** এর মাধ্যমে জা**নিয়েছে** যে, গত ৩১/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখে টাঙ্গাইলের বাসাইল উপজেলায় একটি নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছে। **উক্ত ঘটনায় পাঁচজন মৃত্যুবরণ করেন। বিস্তারিত তথ্য নিম্নোক্তঃ**

ক্রঃ নং	মৃত ব্যক্তির নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা	মৃত্যুর তারিখ	মন্তব্য
১।	মোঃ তাইজ উদ্দিন (৫০), পিতা- সিকিম উদ্দিন, গ্রাম- গিলাবাড়ী, উপজেলা- বাসাইল, জেলা- টাঙ্গাইল।	৩১/০৭/২০২০ খ্রিঃ	গিলাবাড়ী বাজার এলাকায় বিদ্যুৎ পৃষ্ট হয়ে নৌকা ডুবে মৃত্যু।
২।	জমেলা বেগম (৬০), স্বামী- মিঞ্জু মিয়া, গ্রাম- গিলাবাড়ী, উপজেলা- বাসাইল, জেলা- টাঙ্গাইল।		
৩।	হামিদুর রহমান রুনু (৩৫), পিতা- মৃতঃ মিঞ্জু মিয়া, গ্রাম- গিলাবাড়ী, উপজেলা- বাসাইল, জেলা- টাঙ্গাইল।		
৪।	রুমা বেগম (৩২), স্বামী- জোয়াহের, গ্রাম- গিলাবাড়ী, উপজেলা- বাসাইল, জেলা- টাঙ্গাইল।		
৫।	মোঃ শাহ আলম (২৫), পিতা- হায়দার আলী, গ্রাম- কৈয়ামধু, উপজেলা- সখিপুর, জেলা- টাঙ্গাইল।		

করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্যঃ

১। বিশ্ব পরিস্থিতিঃ

গত ১১/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ জেনেভাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তর হতে বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিকে বিশ্ব মহামারী ঘোষনা করা হয়েছে। সারা বিশ্বে কোভিড-১৯ রোগটি বিস্তার লাভ করেছে। এ রোগে বহুলোক ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। কয়েক লক্ষ মানুষ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ০১/০৮/২০২০ খ্রিঃ তারিখ এর করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত Situ ation Report অনুযায়ী সারা বিশ্বের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	বিশ্ব	দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
০১	মোট আক্রান্ত	১,৭৩,৯৬,৯৪৩	২০,৭২,১৯৪
০২	২৪ ঘন্টায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা	২,৮৯,৩২১	৬২,২৩১
০৩	মোট মৃত ব্যক্তির সংখ্যা	৬,৭৫,০৬০	৪৪,৯০০
০৪	২৪ ঘন্টায় নতুন মৃত্যুর সংখ্যা	৬,১৪২	৮৬৯

২। বাংলাদেশ পরিস্থিতিঃ

বাংলাদেশে প্রথম করোনা ভাইরাসের সংক্রমিত ব্যক্তি শনাক্ত হয়েছে গত ৮মার্চ, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে। গত ১৬ই এপ্রিল, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৬১ নং আইন) এর ১১ (১) ধারার ক্ষমতাবলে সমগ্র বাংলাদেশকে সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ্ ইমার্জেন্সী অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট সেল হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ পরীক্ষা, সনাক্তকৃত রোগী, রিকোভারী এবং মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য (০১/০৮/২০২০খ্রিঃ):

	গত ২৪ ঘন্টা	অদ্যাবধি
কোভিড-১৯ পরীক্ষা হয়েছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা	৮,৮০২	১১,৮৫,৬১১
পজিটিভ রোগীর সংখ্যা	২,১৯৯	২,৩৯,৮৬০
রিকোভারীপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	১,১১৭	১,৩৬,২৫৩
কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা	২১	৩,১৩২

*** করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিবেদন বিকাল ৫ টায় প্রদান করা হয়।**

*** বন্যা সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিবেদন বিকাল ৪.৩০ টায় প্রদান করা হয়।**

২-৮-২০২০

কামরুন নাহার

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-১

এনডিআরসিসি অনুবিভাগ
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

ফোন: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬
ইমেইল:
controlroom.ddm@gmail.com

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২২০/১(১৬৬)

তারিখ: ১৮ শ্রাবণ ১৪২৭
০২ আগস্ট ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৪) সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৫) মহাপরিচালক , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৬) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৭) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৮) পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৯) জেলা প্রশাসক (সকল)
১০) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
১১) উপ-পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
১২) জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (সকল)

২-৮-২০২০
কামরুন নাহার
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা